হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের বিল ফরম

নাম ঃ

পদবী ঃ

মূল বেতন ঃ

বর্তমান ঠিকানা ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বব ঃ

তহবিলের উৎস ঃ
বিশ্ববিদ্যালয়স্থ রূপালী ব্যাংক লিমিটেড-এর কর্পোরেট ঋণ।

কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণের পরিমাণ		**টাকাঃ**
পূর্বে গৃহীত কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণের পরিমাণ= (আসল+সুদ) = অন্যান্য খণ (যদি থাকে)=	সর্বমোট কর্তন=	কর্তণের পর অবশিষ্ট টাকার পরিমান=

প্রকৃত প্রাপ্য টাকা = (কথায়)

মাত্র প্রদানের নিমিত্তে সুপারিশ করা হলো।

ঋণ কমিটির সুপারিশঃ

সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য-সচিব

১টি
রেভিনিউ স্ট্যাম্প

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর
তারিখ

বিল প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর উপ-পরিচালক (হিসাব) পরিচালক (হিসাব)

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

হাবিপ্রবি কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণের আবেদন ফরম

আবেদনকারীর ছবি

বরাবর
রেজিস্ট্রার
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

মাধ্যমঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয়ঃ **"কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৭"-এর আওতায় ঋণ গ্রহণ প্রসঙ্গে**।

মহোদয়
উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে হাবিপ্রবি কর্পোরেট ঋণদান নীতিমালার আওতায় ঋণ গ্রহণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সদয় বিবেচনার জন্য নিম্নে পেশ করা হলো।

১। আবেদনকারীর নাম ঃ .....

২। বর্তমান পদবী ঃ .....

৩। কর্মরত অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা/হলের নাম ঃ .....

৪। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ ঃ .....

৫। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী পদে মোট চাকুরীকাল ঃ ..... বৎসর.....মাস.....দিন.....

৬। পেনশনের জন্য মোট গণনাযোগ্য চাকুরীকাল (পূর্ণ বৎসরে) ঃ ..... বৎসর.....

৭। বর্তমান বেতনস্কেল ও গ্রেড (জাঃ বেঃ স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী) ঃ .....

৮। বর্তমান মূল বেতন ঃ .....

৯। ইতোপূর্বে গৃহীত কর্পোরেট ঋণের পরিমাণ ঃ ..... (.....) টাকা মাত্র।

১০। বর্তমান কত টাকা ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ঃ ..... (.....) টাকা মাত্র।

১১। ক) মঞ্জুরকৃত ঋণ কয়টি কিস্তিতে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ঃ

১ কিস্তিতে	২ কিস্তিতে	৩ কিস্তিতে

টিক (√) দিন।

খ) ঋণের কিস্তির টাকার পরিমাণ উল্লেখ করুন ঃ ১ম কিস্তি..... ২য় কিস্তি..... ৩য় কিস্তি.....

(পরবর্তী কিস্তির জন্য সাদা কাগজে রেজিস্ট্রার বরাবরে আবেদন করতে হবে)

১২। কর্পোরেট ঋণ গ্রহণের কারণ ঃ .....

১৩। গ্যারান্টারের তথ্য-

ক) নাম ও সম্পর্ক (স্বামী/স্ত্রী/বাবা/মা/সন্তান) ঃ .....

খ) বর্তমান ঠিকানা ঃ .....

গ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....

ঘ) মোবইল নম্বর ও জাতীয় পরিচয় পত্র নং ঃ .....

ঙ) ই-টিআইএন নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ .....

আমার দ্বারা প্রদত্ত উপরোক্ত তথ্যাবলী সম্পূর্ণ সঠিক। আমি অঙ্গীকার করছি যে, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্পোরেট ঋণ নীতিমালায় উল্লেখিত সকল শর্তাদি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।
অতএব, মহোদয় কর্পোরেট ঋণ নীতিমালার আওতায় আবেদনকৃত/প্রাপ্য সর্বোচ্চ ঋণের সমূদয় অর্থ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনার সদয় মর্জি হয়।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ
মোবাইল নম্বর ঃ .....
জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর ঃ .....
ই-টিআইএন নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ .....
ব্যাংক হিসাব নং ঃ .....

বিভাগীয় প্রধান/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সুপারিশ ও সীলসহ স্বাক্ষর

কর্পোরেট ঋণ প্রদান কমিটি পূরণ করিবে

মোট প্রাপ্য ঋণঃ .....; মঞ্জুরকৃত ঋণঃ .....; অনুমোদিত ঋণঃ .....

বি.দ্র. আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় যে সকল কাগজপত্রাদি অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে- ১) আবেদনকারী ও গ্যারান্টারের জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি। ২) আবেদনকারীর এক কপি সত্যায়িত ছবি ও আবেদনকারী কর্তৃক সত্যায়িত গ্যারান্টারের এক কপি ছবি। ৩) আবেদনকারীর নামে ১০০ টাকার × ৩টি এবং গ্যারান্টারের নামে ১০০ টাকার × ৩টি নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প (পরিবর্তনশীল)। ৪) অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী পদের চাকুরীতে কর্মরত ২(দুই) জন সাক্ষীর জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি। ৫। রেজিস্ট্রার/ ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন) কর্তৃক অর্জিত ছুটির প্রত্যয়ণ পত্র (কার্টিজ পেপারে)। ৬) চলতি মাসের বেতন (স্যালারী) সীটের ফটোকপি।

(চলমান পাতা-১)

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য "কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৭" এর গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ ঃ

১. এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আগ্রহী স্থায়ী ও নিয়মিত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে গৃহ নির্মাণ/গৃহ ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/জমি ক্রয় পূর্বক গৃহ নির্মাণ/গৃহ মেরামতের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি সাপেক্ষে নির্ধারিত সুদের হারে (বর্তমানে ৯% সুদের হারে যা পরির্তনযোগ্য) রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, হাবিপ্রবি, শাখা হতে প্রদত্ত কর্পোরেট ঋণ মঞ্জুর করা হবে। এই ঋণ অনুর্দ্ধ ১৮০ কিস্তিতে (তবে চাকুরী সমাপনান্তে এককালীন) পরিশোধ করতে হবে;

২. ব্যাংক প্রদত্ত কর্পোরেট ঋণদান পদ্ধতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করার বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের (রেজিস্ট্রার-পদাধিকার বলে) মধ্যে একটি দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

৩. রেজিস্ট্রার ও পরিচালক (হিসাব) এর যৌথ স্বাক্ষরে এতদ্ সংক্রান্ত ব্যাংক হিসাব সমূহ (চলতি/এসটিডি/এসএনডি) পরিচালিত হবে;

৪. আগ্রহী শিক্ষক/কর্তকর্তা/কর্মচারীদেরকে নিম্নে বর্ণিত সীমা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করা যাবে ঃ

ক) আবেদনকারীর প্রাপ্য আনুতোষিক, ছুটি নগদায়ন, কর্মী কল্যাণ তহবিল এবং যৌথ বীমা -এর অর্থের সমষ্টির সর্বোচ্চ ৮০% অর্থ কর্পোরেট ঋণ হিসেবে প্রদান করা যাবে (তবে গ্রস স্যালারির ১/৩ ভাগ টেক হোম-পে হিসেবে সংরক্ষিত হবে)। ঋণসীমা নির্ধারণের পর যে কোন ভগ্নাংশের জন্য পরবর্তী ১০০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে। আরও উল্লেখ থাকে যে, হাবিপ্রবি'র শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের যাদের রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, হাবিপ্রবি শাখায় পার্সোনাল, ভোগ্যপন্য বা অন্যান্য ঋণ আছে তাঁদের কর্পোরেট ঋণ প্রদানের সময় তা সমন্বয় পূর্বক অবশিষ্ট ঋণের অর্থ প্রদান করা হবে।

খ) কোন স্থায়ী ও নিয়মিত চাকুরিজীবী (শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী) ৫(পাঁচ) বৎসর সন্তোষজনক চাকরি সমাপনান্তে এই ঋণ প্রাপ্য হবেন।

৫. এই ঋণের জন্য আবেদনকারীর নিয়মিত চাকুরিকাল অবশ্যই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর ও পেনশনযোগ্য স্থায়ী চাকরি হতে হবে। গ্যারান্টার হিসাবে অবশ্যই পরিবারের ১ জন সদস্যকে থাকতে হবে। (স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রী/স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী গ্যারান্টার হবেন অথবা তাঁদের বিকল্পে পিতা/মাতা অথবা সাবালক নমিনীকে বাধ্যতামূলকভাবে **৩০০/- (তিনশত) টাকার নন্-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে গ্যারান্টিবণ্ড স্বাক্ষর করতে হবে**)।

৬. ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে পরিশোধের জন্য এই ঋণের কিস্তি যা নির্ধারিত হবে তা ঋণগ্রহীতার মাসিক বেতন বিল হতে নিয়মিতভাবে আদায় করা হবে। ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামূলকভাবে মাসিক (উৎসবের মাস সহ) বেতন বিল হতে নিয়মিতভাবে সুদ-আসলে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে।

৭. নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধের পর ঋণের অর্থ অপরিশোধিত থাকলে তা অবসর গ্রহণের সময় পেনশন, ছুটি নগদায়ন, কর্মী কল্যাণ তহবিল, চূড়ান্ত জি.পি.এফ ও ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হতে এককালীন পরিশোধ করতে হবে। মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর যৌথ বীমার অর্থ হতেও ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

৮. ঋণ গ্রহীতা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, চাকুরীচ্যুত কিংবা মৃত্যুবরণ করলে ঋণের অবশিষ্ট টাকা ঋণ গ্রহীতা কিংবা মৃত ব্যক্তির নমিনীর প্রাপ্য পেনশন, ছুটি নগদায়ন, কর্মী কল্যাণ তহবিল, চূড়ান্ত জি.পি.এফ, যৌথ বীমার অর্থ হতে (মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে) এবং ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হতে এককালীন পরিশোধ করতে হবে। Revolving Loan আকারে অনুমোদিত ঋণসীমার জন্য হাবিপ্রবি কর্তৃপক্ষ কর্পোরেট গ্যারান্টি বন্ড গ্রহণ করবে সম্পূর্ণ অপরিশোধিত (আসল+সুদ) ঋণাংকের জন্য Memorandum of Deposit of Blank Cheques **ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরান্তে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, হাবিপ্রবি শাখার তারিখ বিহীন একটি ব্ল্যাংক চেক ঋণ নথিতে জমা দিতে হবে।**

৯. প্রতি অর্থ বছরের **০৪ (চার) প্রান্তিকে** কর্পোরেট ঋণের আবেদন গ্রহণ করা হবে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর, জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন)। প্রতি প্রান্তিক শুরুর কমপক্ষে **এক মাস পূর্বে অথবা বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক রেজিস্ট্রার, হাবিপ্রবি বরাবরে আবেদন** করতে হবে (**সংযুক্ত ছক পূরণ করে**)। আবেদন পত্র এক মাসের মধ্যে (প্রয়োজনীয় সময়ে) যাচাই-বাছাই পূর্বক ঋণ প্রদান কমিটি ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করবে। **কর্পোরেট ঋণ প্রদান কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনগুলি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মাননীয় উপাচার্য সমীপে পেশ করতে হবে।**

১০. ঋণ প্রদান কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং মাননীয় উপাচার্য কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা পরিচালক (হিসাব) বরাবরে প্রেরণের পর চলতি/এসএনডি/এসটিডি হিসাবের বিপরীতে এ্যাডভাইস/চেক প্রদান করতঃ হিসাব শাখা সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায়/ রূপালী ব্যাংক লিঃ, হাবিপ্রবি শাখায় তার ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে ঋণের টাকা প্রদান করবে।

১১. কর্পোরেট ঋণ প্রদান কমিটি ঋণ আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, ঋণ প্রদানের সুপারিশ করবে এবং আদায়কৃত ঋণ সংশ্লিষ্ট লেজারে পোস্টিং ও সংরক্ষণ, ঋণের সুদ নির্ধারণ, বিল চেকিংসহ আদায়যোগ্য ঋণের কিস্তির পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা প্রতি মাসের ১৫(পনের) তারিখের মধ্যে হিসাব শাখায় প্রেরণ ইত্যাদি কাজ রূপালী ব্যাংক, হাবিপ্রবি শাখা করবে।

১২. হাবিপ্রবি'র হিসাব শাখা ঋণ গ্রহীতাদের প্রতি মাসের বেতন বিল হতে কর্তনকৃত কিস্তির টাকার বিবরণী ও এ্যাডভাইস প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায়/ রূপালী ব্যাংক লিঃ, হাবিপ্রবি শাখায় প্রেরণ করবে।

১৩. ঋণ অনুমোদনপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ গ্রহণের পরবর্তী মাস হতে প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে (অর্থাৎ পরবর্তী মাসের বেতন বিল হতে) ঋণের কিস্তি কর্তন শুরু হবে।

১৪. মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকার এ্যাডভাইস ইস্যুর পূর্বে ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামূলকভাবে **৩০০/- (তিনশত) টাকার নন্-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা/চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে** যে, নিয়মিতভাবে মাসিক কিস্তিতে ঋণের টাকা পরিশোধের পর যে পরিমাণ টাকা অবশিষ্ট থাকবে তা অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে তাঁর প্রাপ্য পেনশন, ছুটি নগদায়ন, কর্মী কল্যাণ তহবিল, চূড়ান্ত জি.পি.এফ, মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর যৌথ বীমার অর্থ ও ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হতে এককালীন কর্তন করে ঋণ পরিশোধ করতে তাঁর বা তাঁর নমিনীর/উত্তরাধিকারীর কোন আপত্তি থাকবে না। তৎসঙ্গে পারিবারিক গ্যারান্টিবণ্ডও সম্পাদন করতে হবে।

১৫. যদি কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট সময় সীমার পূর্বে ঋণের টাকা এককালীন পরিশোধ করতে ইচ্ছা করেন, তা হলে তার পরিশোধ্য সুদের পরিমাণ পরিশোধপূর্ব সময়ের জন্য পূনঃনির্ধারণ করে সুদ-আসলের টাকা পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণ পরিশোধ হলে তিনি পুনরায় ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

১৬. (ক) ঋণ গ্রহীতা উচ্চ শিক্ষার্থে পূর্ণ বেতনে দেশে অথবা বিদেশে গমণ করলে ঋণের অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ তাকে এককালীন পরিশোধ করতে হবে। কোন কারনে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তিনি এমর্মে অঙ্গীকার করবেন যে, দেশে/বিদেশে গমণে তার মাসিক বেতন বিল হতে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করবেন; একই সঙ্গে তিনি একজন গ্যারান্টার (পেনসোনেবল সহকারী অধ্যাপক ও তদুর্ধ শিক্ষক/পেনসোনেবল কর্মকর্তা/পেনসোনেবল কর্মচারী গ্যারান্টার হতে পারবেন) নিয়োগ করবেন; যিনি ঋণ গ্রহীতার অপারগতায় নিয়মিতভাবে তার কিস্তি প্রদানে অঙ্গীকার করবেন। (এক্ষেত্রে গ্যারান্টারকে নতুনভাবে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন্-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এমর্মে অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করতে হবে যে, তিনি ঋণ গ্রহীতার অপারগতায় নিয়মিতভাবে তার মাসিক বেতন বিল হতে কিস্তি প্রদান করবেন)।

(খ) ঋণ গ্রহীতা ডেপুটেশন/ লিয়েনে দেশে অথবা বিদেশে গমণ করলে তাকে ঋণের অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে হবে। কোন কারণে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তিনি একজন গ্যারান্টার (পেনসোনেবল সহকারী অধ্যাপক ও তদুর্ধ শিক্ষক/পেনসোনেবল কর্মকর্তা/পেনসোনেবল কর্মচারী গ্যারান্টার হতে পারবেন) নিয়োগ করবেন; যিনি ঋণ গ্রহীতার অপারগতায় নিয়মিতভাবে তার মাসিক বেতন বিল হতে কিস্তি প্রদানে অঙ্গীকার করবেন। এক্ষেত্রে গ্যারান্টারকে নতুনভাবে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন্-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করতে হবে যে, তিনি ঋণ গ্রহীতার অপারগতায় নিয়মিতভাবে তার মাসিক বেতন বিল হতে কিস্তি প্রদান করবেন)।

১৭. যে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এই নীতিমালার শর্তাদি পালন করতে সম্মতি প্রদান করবেন এবং যারা এই নীতিমালার শর্তানুযায়ী ঋণ আবেদন করবেন, নন্-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে লিখিতভাবে ক্ষমতা অর্পণ, গ্যারান্টারবন্ড সম্পাদন করবেন, কেবল তাদের ব্যাংক হিসাব নম্বরে Advice এর মাধ্যমে ঋণাংকের টাকা প্রদান করা হবে। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের মোট সংখ্যার অনুপাতে এই ঋণ বন্টন করা হবে। ঋণ নবায়নের ক্ষেত্রে নতুন করে আবেদন ও গ্যারান্টারবন্ড সম্পাদন করতে হবে। কর্পোরেট ঋণ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে (হাবিপ্রবি'র প্রচলিত বিধি অনুযায়ী) প্রদান করা হবে।

১৮. এই নীতিমালায় অসংলগ্ন, অনুল্লিখিত বা অসম্পূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে নিস্পত্তি হবে।

১৯. কর্পোরেট ঋণ গ্রহীতার নামে মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ ঋণ গ্রহীতার ব্যাংক হিসাব নম্বরে এ্যাডভাইস এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

আবেদনকারীর নাম-

ছক-১

পদবী-

অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা-

কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির ছক (গ্রেডঃ ---------- বেতন স্কেল----------)

পেনশনযোগ্য চাকুরিকাল	পেনশনের পরিমাণ(%)	মূলবেতন	আনুতোষিক [{মূলবেতন x পেনশনের পরিমাণ(%)}/২] x ২৬৫.০০	লাম্পগ্র্যান্ট/ছুটি নগদায়ন [মূলবেতন x প্রাপ্য অর্জিত ছুটি (মাসের সংখ্যা)]	কল্যান তহবিল	যৌথবীমা [২৪ x মূলবেতন]	মোট বেতন (গ্রস স্যালারী)	টেক-হোম-পে (১/৩ গ্রস স্যালারী)	প্রাপ্য ঋণের পরিমাণ **(৪+৫+৬+৭)x৮০%**	নির্ধারিত/সুপারিশকৃত ঋণের পরিমাণ **(ঋণ কমিটি পূরণ করবে)**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫ বছর	২১%				৩ x মূলবেতন=					
৬ বছর	২৪%				৩ x মূলবেতন=					
৭ বছর	২৭%				৬ x মূলবেতন=					
৮ বছর	৩০%				৬ x মূলবেতন=					
৯ বছর	৩৩%				৮ x মূলবেতন=					

স্বাক্ষর ও তারিখ

আবেদনকারীর নাম-

ছক-২

পদবী-

অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা-

কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির ছক (গ্রেডঃ ---------- বেতন স্কেল----------)

পেনশনযোগ্য চাকরিকাল	পেনশনের পরিমাণ(%)	মূলবেতন	আনুতোষিক [{মূলবেতন x পেনশনের পরিমাণ(%)}/২] x ২৬০.০০	লাম্পগ্র্যান্ট/ছুটি নগদায়ন [মূলবেতন x প্রাপ্য অর্জিত ছুটি (মাসের সংখ্যা)]	কল্যান তহবিল	যৌথবীমা [২৪ x মূলবেতন]	মোট বেতন (গ্রস স্যালারী)	টেক-হোম-পে (১/৩ গ্রস স্যালারী)	প্রাপ্য ঋণের পরিমাণ **(৪+৫+৬+৭)x৮০%**	নির্ধারিত/সুপারিশকৃত ঋণের পরিমাণ **(ঋণ কমিটি পূরণ করবে)**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০ বছর	৩৬%				৮ x মূলবেতন=					
১১ বছর	৩৯%				১০ x মূলবেতন=					
১২ বছর	৪৩%				১০ x মূলবেতন=					
১৩ বছর	৪৭%				১২ x মূলবেতন=					
১৪ বছর	৫১%				১২ x মূলবেতন=					

স্বাক্ষর ও তারিখ

আবেদনকারীর নাম-

ছক-৩

পদবী-

অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা-

কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির ছক (গ্রেডঃ ---------- বেতন স্কেল----------)

পেনশনযোগ্য চাকরিকাল	পেনশনের পরিমাণ(%)	মূলবেতন	আনুতোষিক [{মূলবেতন x পেনশনের পরিমাণ(%)}/২] x ২৪৫.০০	লাম্পগ্র্যান্ট/ছুটি নগদায়ন [মূলবেতন x প্রাপ্য অর্জিত ছুটি (মাসের সংখ্যা)]	কল্যান তহবিল	যৌথবীমা [২৪ x মূলবেতন]	মোট বেতন (গ্রস স্যালারী)	টেক-হোম-পে (১/৩ গ্রস স্যালারী)	প্রাপ্য ঋণের পরিমাণ **(৪+৫+৬+৭)x৮০%**	নির্ধারিত/সুপারিশকৃত ঋণের পরিমাণ **(ঋণ কমিটি পূরণ করবে)**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৫ বছর	৫৪%				১৪ x মূলবেতন=					
১৬ বছর	৫৭%				১৪ x মূলবেতন=					
১৭ বছর	৬৩%				১৬ x মূলবেতন=					
১৮ বছর	৬৫%				১৬ x মূলবেতন=					
১৯ বছর	৬৯%				১৮ x মূলবেতন=					

স্বাক্ষর ও তারিখ

আবেদনকারীর নাম-

ছক-৪

পদবী-

অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা-

কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির ছক (গ্রেডঃ ---------- বেতন স্কেল----------)

পেনশনযোগ্য চাকরিকাল	পেনশনের পরিমাণ(%)	মূলবেতন	আনুতোষিক [{মূলবেতন x পেনশনের পরিমাণ(%)}/২] x ২৩০.০০	লাম্পগ্র্যান্ট/ছুটি নগদায়ন [মূলবেতন x প্রাপ্য অর্জিত ছুটি (মাসের সংখ্যা)]	কল্যান তহবিল	যৌথবীমা [২৪ x মূলবেতন]	মোট বেতন (গ্রস স্যালারী)	টেক-হোম-পে (১/৩ গ্রস স্যালারী)	প্রাপ্য ঋণের পরিমাণ **(৪+৫+৬+৭)x৮০%**	নির্ধারিত/সুপারিশকৃত ঋণের পরিমাণ **(ঋণ কমিটি পূরণ করবে)**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২০ বছর	৭২%				১৮ x মূলবেতন=					
২১ বছর	৭৫%				২০ x মূলবেতন=					
২২ বছর	৭৯%				২০ x মূলবেতন=					
২৩ বছর	৮৩%				২২ x মূলবেতন=					
২৪ বছর	৮৭%				২২ x মূলবেতন=					
২৫ বছর এবং তদুর্ধ	৯০%				২৫ x মূলবেতন=					

স্বাক্ষর ও তারিখ

অঙ্গীকার নামা

বরাবর

রেজিস্ট্রার

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি)

দিনাজপুর ।

বিষয়ঃ ক্ষমতা অর্পণ পত্র।

আমি ....., পিতাঃ ....., মাতাঃ ....., হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ/ ইনস্টিটিউট/ বিভাগ/ শাখা/ হল এ..... পদে কর্মরত আছি। "কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৭" এর আওয়তায় হাবিপ্রবি কর্পোরেট ঋণ প্রদান কমিটি'র সুপারিশক্রমে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় আমাকে কর্পোরেট ঋণ বাবদ ..... টাকা মাত্র মঞ্জুর করিয়াছেন। সুতরাাং আমি মঞ্জুরকৃত উক্ত কর্পোরেট ঋণের মাসিক কিস্তি বাবদ ..... (কথায়)..... টাকা মাত্র আমার মাসিক বেতন বিল হইতে ১৫ বৎসরে অনুর্ধ্ব ১৮০ কিস্তিতে কর্তন করিয়া গৃহীত ঋণ (সুদাসলে) পরিশোধ/সমন্বয় করিবার জন্য হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করিতেছি।

চলমান পাতা-২

আমার ঋণ গ্রহণের পর শিক্ষা ছুটি/ডেপুটেশন/লিয়েনে বিদেশে যাওয়ার প্রশ্ন আসিলে আমি অপরিশোধিত ঋণের সমুদয় টাকা (সুদাসলে) পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব। উক্ত টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমাকে ছাড়পত্র দেওয়া হইবে না বা অবমুক্তি প্রদান করা হইবে না। তবে, সংশ্লিষ্ট ঋণ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৬(ক,খ,গ)- এ উল্লেখিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে হাবিপ্রবি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

হাবিপ্রবি'র "কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৭" তে অসংলগ্ন , অনুল্লিখিত বা অসম্পূর্ণ কোন বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা/প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিষ্পত্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ইহা ছাড়া উক্ত কর্পোরেট ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ (সুদাসলে) পরিশোধের পূর্বে আমি অবসর গ্রহণ করিলে বা আমার মৃত্যু হইলে বা চাকুরীচ্যুত হইলে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্য এককালীন পেনশন, অর্জিত ছুটি নগদায়নের অর্থ, কর্মী কল্যাণ তহবিলের অর্থ, যৌথ বীমার অর্থ, জি.পি.এফ এর চূড়ান্ত উত্তোলন হইতে গৃহীত কর্পোরেট ঋণের অপরিশোধিত অংশ (সুদাসলে) পরিশোধ করিতে আমি বা আমার স্থলবর্তী কোন ওয়ারিশ কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিবে না।

চলমান পাতা নং- ৩

আরও উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রাপ্য অর্থ হইতে গৃহীত কর্পোরেট ঋণের অপরিশোধিত অংশ (সুদাসলে) পরিশোধে ঘাটতি দেখা দিলে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ঋণের অপরিশোধিত অংশ (সুদাসলে) পরিশোধ করিতে পারিবে। ইহাতে আমার বা আমার স্থলবর্তী কোন ওয়ারিশ কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিবে না।

.....
ক্ষমতা অর্পণকারীর স্বাক্ষর

নামঃ .....
পদবীঃ .....
অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা/হল ঃ .....

সাক্ষী গণঃ

১। স্বাক্ষর ঃ .....
নাম ঃ .....
পিতা/স্বামীর নাম ঃ .....
মাতার নাম ঃ .....
ঠিকানা ঃ .....
মোবাইল নং ঃ .....

২। স্বাক্ষর ঃ .....
নাম ঃ .....
পিতা/স্বামীর নাম ঃ .....
মাতার নাম ঃ .....
ঠিকানা ঃ .....
মোবাইল নং ঃ .....

গ্যারান্টারের ঘোষণাপত্র

আমি ....., পিতা/স্বামী/স্ত্রীঃ .....,
গ্রাম/মহল্লাঃ ..... ডাকঘর ঃ ..... থানা/উপজেলাঃ .....
জেলাঃ ..... এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, হাবিপ্রবি'র "কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৭"এর আওতায় আমার স্বামী/ স্ত্রী/ মাতা/ পিতা/ সন্তান নামঃ.....পদবীঃ.....
অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা/হল..... হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কর্পোরেট ঋণ বাবদ গৃহীত টাকা .....
(কথায়) .....
টাকা মাত্র এর নির্ধারিত মাসিক কিস্তি বাবদ ..... (কথায়).....
টাকা মাত্র প্রদানে ব্যর্থ হইলে উক্ত কর্পোরেট ঋণের অপরিশোধিত অর্থ (সুদাসলে) ঋণের নীতিমালা মোতাবেক প্রদান করিতে এবং উক্ত নীতিমালায় উল্লেখিত সকল অনুচ্ছেদ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

চলমান পাতা-২

এখানে উল্লেখ্য যে, আমার স্বামী/স্ত্রী/মাতা/পিতা/সন্তানের চাকুরীচ্যুত হওয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে গৃহীত কর্পোরেট ঋণ (সুদাসলে) পরিশোধে অপারগতায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ঋণের অপরিশোধিত অংশ (সুদাসলে) পরিশোধ করিতে পারিবে।

কর্পোরেট ঋণ গ্রহীতা- আমার স্বামী/স্ত্রী/মাতা/পিতা/সন্তানের মৃত্যুতে হাবিপ্রবি হইতে প্রাপ্য এককালীন পেনশন,অর্জিত ছুটি নগদায়নের অথ,জি.পি.এফ হইতে চূড়ান্ত উত্তোলন,যৌথ বীমার অথ,কর্মী কল্যাণ তহবিলের অর্থ হইতে গৃহীত কর্পোরেট ঋণের অপরিশোধিত অংশ (সুদাসলে) পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব মর্মে আমি অঙ্গীকার প্রদান করিতেছি।

চলমান পাতা-৩

এক্ষেত্রে অপর নমিনী/নমিনীগণের ও আমার উত্তরাধিকারী/উত্তরাধীকারীগণের কোন আপত্তি থাকিবে না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিস্কে, স্বজ্ঞানে এবং অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিলাম।

কর্পোরেট ঋণ গ্রহণকারীর স্বাক্ষরঃ

নাম ঃ .....

পদবী ঃ .....

অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা/হল ঃ .....

গ্যারান্টারের / গ্যারান্টারগণের ছবি

গ্যারান্টারের স্বাক্ষর ঃ .....

নাম ঃ .....

পিতা/স্বামীর নাম ঃ .....

মাতার নাম ঃ .....

ঠিকানা ঃ .....

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ .....

মোবাইল নং ঃ .....

ই-টিআইএন নম্বর ঃ .....

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর

১. নাম ঃ

পদবী ঃ

অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা/হল ঃ

২. নাম ঃ

পদবী ঃ

অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা/হল ঃ

বরাবর **(কার্টিজ পেপারে)**
রেজিস্ট্রার
হাবিপ্রবি, দিনাজপুর।

বিষয়ঃ অর্জিত ছুটির অঙ্গীকার পত্র।

মহোদয়

আমি ---------- পদবীঃ ----------
অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা/হল----------,হাবিপ্রবি
এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, "কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৭" এর আওতায় ----------(কথায়----------)
টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করেছি। যেহেতু অর্জিত ছুটি নগদায়নের বিষয়টি উক্ত ঋণে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেহেতু 'সংযুক্তি'তে উল্লেখিত অর্জিত ছুটি আমি জমা রাখতে বাধ্য থাকব।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ .....
পদবী ঃ .....
অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা/হল ঃ .....

সাক্ষী গণের স্বাক্ষর

১. স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা/হল ঃ

২. স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা/হল ঃ

সংযুক্তি

অর্জিত ছুটির প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব ----------
পদবী----------অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা/হল----------
হাবিপ্রবি'র কর্মকালঃ ---------- বছরঃ ---------- মাসঃ ----------দিন।
তদনুযায়ী তার ---------- বছরঃ ---------- মাসঃ ---------- দিন অর্জিত ছুটি পাওনা আছে।
আমি তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

রেজিস্ট্রার /ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন)
(সীলমোহর)